দৈনিক
সাতমাথা
THE DAILY SATMATHA ◆ জাতীয় চেতনা ও সত্যনিষ্ঠার প্রতীক

উত্তরাঞ্চলের অভাবী মানুষের ভাগ্য বদলাবে গার্মেন্ট শিল্প

এফ শাহজাহান

বিকাশমান গার্মেন্ট শিল্পে মঙ্গাপিড়ীত উত্তরাঞ্চলের অভাবী মানুষের ভাগ্য বদলানোর সুযোগ সৃষ্টি হচ্ছে। ঢাকার গার্মেন্ট [illegible] এখন নিরাপদ এবং সম্ভাবনাময় স্থান হিসেবে বেছে [illegible] উত্তরাঞ্চলকে। আগামী এক বছরের মধ্যে অবহেলিত এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক চিত্র পাল্টাতে শুরু করবে । কর্মসংস্থান হবে হাজার হাজার কর্মহীন দরিদ্র নারী পুরুষের।

নীলফামারী জেলার সৈয়দপুর উপজেলার সংগোলশী নামক স্থানে অবস্থিত উত্তরা ইপিজেডকে কেন্দ্র করে নতুন গার্মেন্ট শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠছে এই এলাকায়। ইতমধ্যেই ঢাকার উদ্যোক্তারা এই অঞ্চলে গার্মেন্ট শিল্প স্থাপনের কাজ শুরু করেছেন।

সেকশন সেভেন ইন্টারন্যাশনাল লিমিটেড নামের একটি রপ্তানীমুখী গার্মেন্ট শিল্পপ্রতিষ্ঠান গত দুই বছর ধরে এখানে কাজ করছে। তাদের কারখানায় উৎপাদিত তৈরী পোশাক রপ্তানী হচ্ছে। ভিয়েলা টেক্স লিমিটেড নামের আরো একটি পোশাকশিল্প প্রতিষ্ঠানের নির্মান কাজ শুরু হয়েছে।

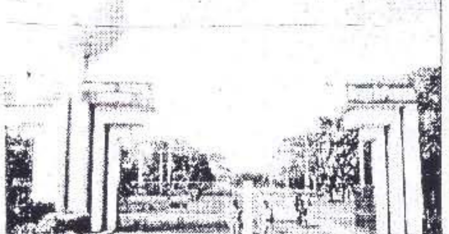

নীলফামারীতে রপ্তানীমুখী গার্মেন্ট কারখানা স্থাপনের মধ্য দিয়ে উত্তরের অর্থনৈতিক পট পরিবর্তনের সূচনা করেছে। এতে করে রংপুর বিভাগের ৮ জেলার কয়েক লাখ কর্মহীন নারী পুরুষের কর্মসংস্থানের উজ্জল সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়েছে। সেইসঙ্গে পিছিয়ে পড়া দেশের এক বিরাট অঞ্চলের এগিয়ে যাবার বিশাল সম্ভাবনাও দেখছেন শিল্প উদ্যোক্তারা। উত্তরাঞ্চলে বিদ্যমান সম্ভাবনাময় গার্মেন্ট শিল্পবান্ধব সুবিধা,সস্তায় জায়গা জমি কেনা ও অবকাঠামো নির্মানের সুযোগ রয়েছে।এছাড়াও এই অঞ্চলে সহজে বিপুল সংখ্যক দক্ষ শ্রমিক পাওয়ার নিশ্চয়তা এবং শ্রমি অসন্তোষের মত বিব্রতকর ও মারাত্মক ক্ষতিকর পরিস্থিতির কো আশংকা নেই। এসব কারনেই উত্তরাঞ্চলে গার্মেন্ট শিল্প কারখা স্থাপনে উদ্যোক্তাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে।

উত্তরাঞ্চলের পোশাক শিল্পের এই সুপ্ত সম্ভাবনা কাজে লাগিয়ে সেকশন সেভেন ইন্টারন্যাশনাল সাফল্য অর্জন করেছে। সরেজমি নীলফামারীর উত্তরা ইপিজেডে এ গিয়ে দেখা যায় এই কোম্পানীত স্থানীয় প্রায় দেড় হাজার কর্মহীন নারী পুরুষের কর্মসংস্থান হয়েছে তারা নিজ বাড়িতে পরিবার পরিজনের কাছে থেকে এখানে কা করে সংসারে স্বচ্ছলতা এনেছেন। সেকশন সেভেনে কর্মর পারভিন আক্তার জানালেন,অভাবের তাড়নায় গার্মেন্টে কা করার চেষ্টা করছিলাম অনেক দিন থেকেই। পরিবারের পক্ষ থে ঢাকায় গিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে বাধা থাকায় পারিনি। এ কারখানার কাছেই আমার বাড়ি। এখন বেশ স্বস্তির সঙ্গে এখা কাজ করে সংসারের সব খরচ চালাচ্ছি। সেকশন সেভেনের মানব সম্পদ বিভাগের কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ জানান,এই অঞ্চলে কর্মীরা বেশ কর্মঠ এবং শান্তিপ্রিয়।

২য় পৃষ্ঠা ৪ এর কলাম

উত্তরাঞ্চলের অভাবী মানুষের

গার্মেন্ট শিল্পে ঢাকার চেয়ে অনেক বেশি সম্ভাবনা আছে এই অঞ্চলে। গত দুই বছর ধরে আমরা কোন ঝামেলা ছাড়াই নির্বিঘ্নে কাজ করতে পারছি।

সেকশন সেভেনের সাফল্যের পর ঢাকার "ভিয়েলা টেক্স লিমিটেড" গার্মেন্ট কারখানা স্থাপনের কাজ শুরু করেছে এখানে। উদ্যোক্তারা আশা করছেন, ২০১৫ সালেই তারা উৎপাদন শুরু করবেন। বিশ্ববাজারের নতুন চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় গ্রীন টেকনোলজিকে ভিত্তি করে স্থাপিত এই গার্মেন্ট কারখানায় শুরুতেই ছয় হাজার শ্রমিকের কর্মসংস্থান হবে বলে জানালেন কর্তৃপক্ষ।

ভিয়েলা টেক্স লিমিটেড এর জিএম, প্রকৌশলী আব্দুস সালাম জানান,তারা দ্রুত কারখানাটির নির্মানকাজ শেষ করতে চাচ্ছেন। বাংলাদেশে এই প্রথম ইউনাইটেড স্টেটস গ্রীনবিল্ডিং কর্পোরেশন(ইউএসজিবিসি) সার্টিফায়েড কোম্পানী হিসেবে ভিয়েলা টেক্স আশা করছে তারা উত্তরাঞ্চলে গার্মেন্ট শিল্পের পথিকৃত হিসেবে ঐ অঞ্চলের অর্থনৈতিক উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করতে পারবে। বিশেষ করে ভিয়েলা টেক্সের পথ ধরে উত্তরাঞ্চলের হাজার হাজার বেকার নারী পুরুষ কর্মসংস্থানের সুযোগ পাবে।

ভিয়েলা টেক্স লিমিটেড এর কর্মকর্তা কিউ এইচ এম শামসুজ্জামান জানান, ঢাকায় যেসব গার্মেন্ট শ্রমিক কাজ করছেন তার শতকরা ৭৫ ভাগই উত্তরাঞ্চল থেকে এসেছেন। এখানে তাদের নানা প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবেলা করে কাজ করতে হয়। তাদের জীবনযাত্রার ব্যয়ের সঙ্গে মজুরীর সমন্বয় ঘটানোও কঠিন হয়ে পড়ে। এজন্য তাদের সারাবছর আর্থিক টানাপোড়েনে থাকতে হয়। পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন থাকার কারনে এসব কর্মীরা মানসিকভাবেও অস্বস্তিতে থাকেন। এসব কারন থেকেই শ্রমিক অসন্তোষের মত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এগুলো মারাত্মক বিরূপ প্রভাব ফেলে সমগ্র গার্মেন্ট শিল্পে। যার নেতিবাচক প্রভাব পড়ে দেশের সামগ্রিক অর্থনীতিতে।

তিনি আরো জানান,আমরা পোশাক শ্রমিকদের এই সমস্যাকে গুরুত্ব দিয়েই নীলফামারীতে গার্মেন্ট কারখানা স্থাপনের উদ্যোগ নিয়েছি। যাতে করে কর্মীরা নিজেদের বাড়িতে পরিবার পরিজনের কাছে থেকে গার্মেন্টে কাজ করার সুযোগ পায়। এতে করে তাদের প্রাপ্ত মজুরী দিয়ে অল্প সময়ের মধ্যেই সংসারের স্বচ্ছলতা ফিরে আসবে। আমরা আশা করছি এতেকরে পোশাক কর্মীরা তাদের নিজ এলাকার প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের মত করে ভালবাসতে পারবে এবং এসব কারখানায় শ্রমিক অসন্তোষের কোন কারন থাকবে না।

নীলফামারী চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর সভাপতি আব্দুল ওয়াহেদ সরকার জানান, দীর্ঘদিন এখানে তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্প কারখানা গড়ে ওঠেনি উত্তরা ইপিজেডকে ঘিরে এক ধরনের হতাশা কাজ করছিল আমাদের মধ্যে। সম্প্রতি এই অঞ্চলে গার্মেন্ট কারখানা গড়ে উঠতে দেখে বেশ আশান্বিত হয়েছি। তাদের দেখাদেখি স্থানীয় উদ্যোক্তারাও গার্মেন্ট শিল্পের প্রতি আগ্রহী হচ্ছেন।এতে করে নীলফামারীসহ রংপুর বিভাগের অর্থনৈতিক উন্নয়নে একটা বিশাল অগ্রগতি হবে বলে আমাদের প্রত্যাশা। তিনি চেম্বার অব কমার্স এন্ড ইন্ডাস্ট্রিজ এর পক্ষ থেকে উদ্যোক্তাদের যে কোন সহায়তা প্রদানে সবসময় পাশে থাকবেন বলে জানান।

উত্তরা ইপিজেড সংলগ্ন সংগোলশী এলাকার অটোরিকশা চালক নজরুল ইসলাম জানান,আমাদের এখানে গার্মেন্ট হলে অনেক দুস্থ পরিবার বেঁচে থাকার সুযোগ পাবে। আমাদের ছেলেমেয়েদের কষ্ট করে ঢাকায় যেতে হবে না। তারা এসব কারখানায় কাজ করতে পারবে এটা শুনেই ভালো লাগছে।

নীলফামারী থেকে প্রকাশিত দৈনিক নীলকথা পত্রিকার বার্তা সম্পাদক আব্দুল গফুর তার প্রতিক্রিয়া ব্যাক্ত করে জানান,এই অঞ্চলে গার্মেন্ট কারখানা আমাদের এলাকার মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের এক বিশাল সুযোগ সৃষ্টি করবে। আমরা আশা করছি সেকশন সেভেন এবং ভিয়েলা টেক্সের পথ অনুসরন করে অন্যান্য গার্মেন্ট উদ্যোক্তারা এই অঞ্চলে বিনিয়োগ করে লাভবান হবেন।

উত্তরের কর্মহীন বিশাল জনগোষ্ঠীকে গার্মেন্ট শিল্পে সম্পৃক্ত করার মাধ্যমে মঙ্গা মোকাবিলার স্থায়ী সমাধান হবে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের।